ফুটবলের দৌড়

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

শ্রী গুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা

প্রকাশক :
শ্রীভূবনমোহন মজুমদার
শ্রীগুরু লাইব্রেরী,
কলিকাতা

রূপকার
শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

ছয় আনা

প্রথম সংস্করণ
শ্রাবণ, ১৩৪৭

মুদ্রাকর :
শ্রীভোলানাথ বসু
বি, এন, পাবলিশিং হাউস,
৩২ নং ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলিকাতা।

বিনিকে

আমার জীবনের একটা য়্যাড্‌ভেঞ্চার! হ্যাঁ, য়্যাডভেঞ্চারই বলা উচিৎ। এহেন রোমাঞ্চকর বীরত্বপূর্ণ ব্যাপারকে য়্যাড্‌ভেঞ্চার ছাড়া আর কি বলা যায়?

অন্যমনস্ক হয়ে বেড়াতে বেড়াতে মার্কাস্‌ স্কোয়ারে ঢুকে পড়েছিলাম। হাওয়া খেতেই হয় তো। আকস্মিক দুর্ঘটনা আর বলে কাকে? দুর্দ্দৈব ছাড়া কী? তবে য়্যাড্‌ভেঞ্চার বল্‌তে পারো, বাধা নেই।

ফুট্‌বল খেলা দেখার আমার কোনো বাসনা ছিল না, বিন্দুমাত্র না, এমনকি মাঠে যে ফুট্‌বল্‌-বল্‌ খেলা একটা চল্‌ছে তাও জান্‌তে পারিনি, কিন্তু আমার উদরে এসে সজোরে একটা গোল্‌ হয়ে যেতেই টের্‌ পেয়ে গেলাম!

বল্‌টাকে কুক্ষিগত করে' বসে পড়লাম মাটিতে। বল এবং উদরকে একাধারে—একসঙ্গে ধরেই বসে পড়তে হোলো।

"বাপ্‌!"

অর্দ্ধ-স্ফুট ঈষৎ আর্ত্তনাদ বেরিয়ে গেল আমার আমার সম্মুখ থেকে। আমার মুখ থেকেই!

বসেই থাক্‌লাম খানিকক্ষণ। বলের ধাক্কায় দৈবাৎ যখন একটা সীট্‌ পেয়েছি, অনিচ্ছাসত্ত্বেই পেয়ে গেছি, তখন আর উঠ্‌তে চাইনে। অন্ততঃ যতক্ষণ না ফের সবল হতে পার্‌ছি ততক্ষণ তো নয়!

পর মুহূর্ত্তেই একজন বেঁটে-খাটো লোক হাফপ্যাণ্ট এবং ফ্ল্যাগ্‌ হাতে, আমার ঘাড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। পড়েই বল্‌টাকে কেড়ে নিয়ে গেল আমার কোল থেকে! তার কি ধারণা, ওটাকে আমি জোর করে' দখল করে' রেখেছি? বল্‌টাকে আমি বাজেয়াপ্ত কর্‌তে চাই?

বল্‌টাকে ছিনিয়ে নিয়েই, সে ছিট্‌কে চলে গেল। ছুড়ে দিল আরেক জনের পেটের মধ্যে। পরমুহূর্ত্তেই বাইশ জোড়া কর্দ্দমাক্ত পা—এতক্ষণ যা স্থগিত হয়েছিল—পুনরায় উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল—ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি, পিটাপিটি লাগিয়ে দিল বল্‌টাকে নিয়ে।

খুব সরু এক ফালি জনতা চারিদিকে ঘিরে, আগ্রহ সহকারে খেলা দেখ্‌ছিল।

তার মধ্যে, ছোট্ট একটি ছেলে—সেই জনতার একাংশ—কিন্তু একটু পরেই যার দুর্জ্জনতার পরিচয় পেলাম—অত্যন্ত কৌতূহল ভরে শুধু আমাকেই লক্ষ্য কর্‌ছিল কেবল।

"আমার বাবা শূট্‌ করেছিল!" বলে' উঠল্‌ ছেলেটি।

তখনকার মতো, খেলার চেয়েও, আমিই তার বেশী আকর্ষণের বস্তু হয়ে' উঠেছি, বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লাম।

"য়্যাঁ ?"

"ঐ শূট্‌টা—" ছেলেটা পুনরুক্তি করে: "যার ধাক্কায় তুমি চীৎপাত হয়ে পড়্‌লে গো !"

সংবাদটা আমার কাছে বাহুল্য বলেই মনে হয়।

"ক' গোল হয়েছে ?" আমি জিগ্যেস্ করি।

"নিল্ !"

"কাদের নিল্ ?"

"আমাদের।"

"ও ! আর অন্যদিকের ?"

"তাদেরও নিল্।"

"কোন্‌দিকটা তোমাদের ?" জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েই যাই। ক্রমশঃই আমার ঔৎসুক্য জাগ্‌তে থাকে।

"আমার বাবা যেদিকে খেল্‌ছে।" ছেলেটি বলে।

"তা বুঝেছি, কিন্তু তোমার বাবা খেল্‌ছেন কাদের দিকে ?"

আমাদের দিকে,—ছেলেটা এই জাতীয় জবাব না দিয়ে বসে এই রকম আমার আশঙ্কা হচ্ছিল। কিন্তু না, তার চেয়েও চমকপ্রদ খবর সে দিল।

"ছোট্ট পিঙ্‌পিঙে।" জানাল সে।

"বটে ?" আমি উৎসাহিত হয়ে উঠি: "অপর দলের নাম কী ?"

ধেড়ে ঠ্যাঙ্‌ঠেঙে, এই গোছের, কিম্বা বিজাতীয় কিছু একটা বিচ্ছিরি নাম হবে, আমি আশা কর্‌ছিলাম, কিন্তু হতাশ হতে হোলো।

"পশ্চিম বাগ্‌নান্ !" বল্ল ছেলেটি।

বহু প্রশ্নোত্তরিকায়, আরো এই সব খবর,—মূল্যবান খবরই সব, ছেলেটির ভেতর থেকে আস্তে আস্তে বার করা গেল :—

(১) যে টীম্‌টার লাল-সবুজ শার্ট্ আর কাদা-লাগানো শাদা হাফ্-প্যান্ট্ তারাই ছোট্ট পিঙ্‌পিঙে ;

(২) আর যাদের লাল-সবুজ হাফ-প্যান্ট্ এবং কাদা-লাগানো শাদা শার্ট্ তারাই হোলোগে পশ্চিম বাগ্‌নান্ ;

(৩) যে কম্পিটিশনে এরা খেল্‌ছে, তার তলার দিকে, সব্বার তলায়, এক ব্র্যাকেটে এরা রয়েছে ;

(৪) এদের মধ্যে যে হার্‌বে তাকে এক ডিভিসন্ নীচে নেমে যেতে হবে ;

(৫) যে ডিভিসনে এরা খেল্‌চে তার নীচে আর কোনো ডিভিসন্ নেই ;

(৬) ছোট্ট পিঙ্‌পিঙেরা একটা গোল দিয়েছিল, প্রায় হপ্তা পাঁচেক আগে ;

(৭) পশ্চিম বাগ্‌নান্‌ও গোল দিতে পেরেছে, কিন্তু কাকে তা বলা শক্ত। এ বছরের কথা নয়।—

(৮) পশ্চিম পিঙ্‌পিঙে বলে' কোনো টীম্ নেই ;

৯। ছোট্ট বাগ্‌নান্ বলেও টীম্ নেই কোনো ;

(১০) একদিন, অদূর ভবিষ্যতে, অচিরেই ছোট্ট পিঙ্‌পিঙেদের হয়ে সে বল্ খেল্‌বে। যখন সে আরো বেড়ে উঠে বড় পিঙ-পিঙে হয়ে উঠ্‌বে তখনই অবশ্যি।

এই শেষ সংবাদটা সে সচিত্র উদাহরণের দ্বারাই দিয়ে

বস্‌ল। বল্‌তে না বল্‌তেই একটা বল্ এসে হাজির, তার পায়ের কাছেই। এবং দেখ্‌তে না দেখ্‌তেই সে শূট্ মেরে' বসেছে।

"আমার বাবা ঐ শূট্‌টা করেছিল,
যার ধাক্কায় তুমি কুপোকাৎ হয়ে পড়েছ গো!—"

বল্‌টা কোত্থেকে এল, কীভাবে এল, ম্যাজিকের দ্বারাই অকস্মাৎ উদ্ভূত হোলো কিনা, এই সব অনুসন্ধানের সময় পেতে না

পেতেই ততক্ষণে ছোট্ট পিঙ্‌পিঙ্গেদের অদূরবর্ত্তী ভরসা—উদীয়মান ভবিষ্যৎ—সেই অবশ্যম্ভাবী খেলোয়াড়, প্রচণ্ড পিঙ্‌ পিঙেটি, দ্বিতীয় আরেক গোল কষিয়ে দিয়েছে। আবার আমার পেটেই—

"উঃ! এই, ওরকম কোরো না!" আমি ককিয়ে উঠি। "ছিঃ!"

বলের সংঘর্ষে চিৎপাৎ হয়ে পড়ি। ধরাশায়ী অবস্থাতেই, বল্‌টাকে ধরে'—পায়ে ধরেই—ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিই—

সে টুক্ করে' বল্‌টাকে থামায়। সুকৌশলেই থামায়; থামিয়ে, তৃতীয় গোল শূট্‌ করে। পুনরায় আমার পেটে।

ফুট্‌বলের দৌড় আর কদ্দূর হবে?

"এই এই! করছ কি!" আমি আর্ত্তনাদ করে' উঠি: "দেখ্‌ছনা, আমি ভূমিসাৎ হয়ে রয়েছি? উঠ্‌তে পারছিনে আমি? মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা মারা তোমার ভালো হচ্ছে কি?"

কিন্তু ছেলেটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বেশ বোঝা যাচ্ছে, ছোট্ট পিঙ্‌-পিঙেদের হয়ে খেল্‌বেই সে একদিন। এবং পিঙ্‌পিঙেদেরও ওকে দরকার। ভয়ঙ্কর ভাবেই দরকার। এ রকম দুর্দ্ধর্ষ খেলোয়াড় তারা হাতছাড়া করতে পারে না। এহেন গোলন্দাজ তাদের দলে আর কই?

চতুর্থ গোলটা আমার দিকে তাক্ করতেই আমি এক লাফে উঠে পড়ি।

ছেলেটির অদ্ভুত লক্ষ্য—অব্যর্থ লক্ষ্য—অবিরাম লক্ষ্য থেকে সরে পড়তেই সচেষ্ট হই। কিন্তু পালাবো কোথায়?

ছেলে-বুড়োর ব্যূহভেদ করে' যে দিক দিয়েই পা বাড়াই, ফুট্‌বল

ছাড়িয়ে যেতে পারিনে। পিঙ্‌পিঙেদের ভেতর দিয়ে, বাগ্‌নান্‌দের বাগিয়ে, ফুট্‌বলের গোলালো যত শট্‌ ডাইনে-বাঁয়ে রেখে, ব্যস্তসমস্ত বেঁটেখাটো ফ্লাগ্‌ওয়ালাদের ধাক্কা সাম্‌লে, দর্শকদের ভিড় ঠেলে আগানোই দায়! চারধারেই ফুটবল্‌ চোখে পড়ে! এক ফুটবল্‌, একাই একশ হয়ে উঠ্‌ল নাকি রে?

ও হরি, অকস্মাৎ আমি আবিষ্কার করি, চার ধারেই ফুটবল্‌ চলেছে যে! একটা টীম্‌ নয়, অনেকগুলোই টীম্‌, বাগ্‌নান্‌-পিঙ্‌পিঙেদের বড়ো খেলাটার আশে-পাশে, এধারে-ওধারে, সব ধারেই, একাধিক ছোট খাট ম্যাচ্‌ জমিয়ে তুলেছে।

সমস্ত মাঠ জুড়ে জোর ফুটবল্‌ খেলা!

প্রায় আধ ডজন বল্‌ উড়্‌ছে, বল্‌তে গেলে। যারই পায়ের কাছে বল্‌ পড়ছে সেই বসিয়ে দিচ্ছে এক শূট্‌! যে দিকে খুসি সে দিকে। তুমি বল্‌ পেলে, তুমিও ঝেড়ে দিতে পারো একখান্‌! কোনো আপত্তি নেই।

যেদিকেই যাও, যে-ধার দিয়েই সট্‌কাতে চাও, খালি বল্‌ আর বল্‌! এবং, তোমার পেটের গোল্‌পোস্‌ট্‌ দেখ্‌তে পেয়েছে তো আর কথা নেই!

এইভাবে ফুট্‌বল্‌-তাড়িত অবস্থায় কতক্ষণ আর পারা যায়? ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্ট হয়ে পালিয়ে বেড়ানো কতক্ষণ পোষায় আর? রেগে মেগে অগত্যা, পায়ের কাছে একটা বল্‌ পেতেই, আমিও কসে একটা শূট্‌ ঝেড়ে দিই। বেশ জোরালো এক শূট্‌—সেই ছোট্ট পিঙেপিঙের পেট লক্ষ্য করেই ঝাড়ি।

সেই এক শূটেই বালকটি কাৎ! যাক্, ও এতাবৎ অনেক গড়াগড়ি খাইয়েছে আমায়। এতক্ষণে কিছু শোধ তোলা গেল তবু!

কিন্তু, কতক্ষণের জন্যেই বা অধঃপতন? এক মুহূর্ত্তেই পিঙ্পিঙেটি লাফিয়ে ওঠে। পলকের মধ্যেই, উড্ডীয়মান, অভ্রভেদী আরেকটা বল্কে পদতলগত করে' ফ্যালে। ফেলেই, মারাত্মক এক শূট সাঁটায়—

কার দিকে আর? আমার দিকেই।

সেই দারুণ শূট্—স্যুট করে' এসে আমার কপালে লাগে। সবেগেই লাগে।

আমি আগ্রায় গেছলাম কিন্তু তাজমহল দেখিনি, দেখ্বার আমার কৌতূহলই হয়নি। ষ্টেশনের পেলাট্ফরম্ দেখেই পরিতৃপ্ত হয়েছি। যেটুকু না দেখ্লেই নয়, নিতান্তই না,—দায়ে পড়ে দেখ্তেই হয়, কষ্টে স্বষ্টে কোনো গতিকে কেবল সেইটুকুই আমি দেখে উঠ্তে পারি—তার বেশী দেখা শোনা কর্তে হলেই আমার হয়েছে! এই তো য়্যাদ্দিন কলকাতায় রয়েছি, জন্ম থেকেই রয়েছি, বল্তে গেলেই কিন্তু চিড়িয়াখানা দেখার সৌভাগ্য হয়ে ওঠেনি কক্ষনো! (আশেপাশে চারধারেই যা দেখছি তার চেয়ে বেশী কী আর দেখ্বো সেখানে?) মার্কাস্ স্কোয়ারের তীরে এতদিন বসবাস করেও, কখনো মাঠে পদার্পণের আমার উৎসাহ হয়নি। কেন যে হয়নি, আমার অন্তরাত্মাই কেবল তা জান্তেন! কিন্তু, আজ যখনই, সনাতন বদভ্যাস ভুলে, কৌতূহলের দ্বারা আক্রান্ত

হয়ে, দুর্ম্মতির বশে, মাঠে পা বাড়িয়েছি, তখনই, আমার ললাটে যে এই বলাঘাত রয়েছে এ একেবারে জানা কথা।

বল্‌টা আমার কপালে এসে লাগে। তার চোটে কপাল ফিরে যায় আমার—

কিন্তু আসা মাত্রই, আমি হেড্‌ করে' বল্‌টাকে পেনাল্‌টি এরীয়ার মধ্যে ফেলে দিই,—সটান্‌ পশ্চিম বাগ্‌নানের গোলের সাম্‌নে। গোলকীপারের সম্মুখেই।

"সার্‌লে বুঝি!" মনে মনে বলি। গোলকীপার না আবার উল্‌টে ওড়ায় আমায় লক্ষ্য করে'। যে সব বাঘা খেলোয়াড়—বাব্‌বাঃ! যাদের একটা ছোট্ট ছেলের শূটের ধাক্কা সাম্‌লাতেই প্রাণ যায়-যায়, তাদের একজন ধেড়েকেষ্টর বেধড়ক্‌ শট্‌ গায়ে লাগলে কি রক্ষে আছে?

কিন্তু গোলকীপার একটু গোলমালের মধ্যে পড়ে। এই নবাগত বল্‌টাকে নিয়ে কী করবে ভেবে পায় না। কেননা, ঠিক সেই সময়েই, মাঠের এক কোণ থেকে, আরেকটা বল্‌কে তাড়িয়ে নিয়ে আস্‌ছিল —ছোট্টপিণ্ড্‌পিণ্ডেদের কে-একজন—তাদের ফরোয়ার্ড-ব্লকেরই কেউ হবে বোধ করি। (কোনো লেফ্‌টিস্‌ট্‌ হওয়াই সম্ভব!) সেই আসল বল্‌টার দিকেই লক্ষ্য ছিল তার।

মাঝখান থেকে, অনাহুত, অবাঞ্ছিত, আমার দ্বারা তাড়িত, এই বল্‌টা গোলের মুখে গিয়ে পড়ায়, বেচারা একটু গোলেই পড়ে গেছ্‌ল। কোন্‌ বল্‌টায় তার পদক্ষেপ করা প্রয়োজন? (অবশ্যি, আমি যদ্দূর জানি, গোলকীপার্‌ হস্তক্ষেপ কর্‌লেও কোনো ক্ষতি নেই। তেমন দোবাবহ নয়—ফাউল্‌ হয় না তাতে।)

বল্‌টা, সেই বেয়াড়া বল্‌টা, আবার আমার দিকেই, বেয়ারিং এক শূটে, পত্রপাঠ ফেরং পাঠাবে কিনা, এই কথাই সে ভাবছিল হয়ত !—

এই অবকাশে, সেই মুহূর্ত্তমাত্রের অবকাশেই আমি এগিয়ে যাই। আত্মরক্ষার খাতিরেই আমাকে এগুতে হয়। কেননা, গোলকীপারের পদাহত হয়ে পদচ্যুত ওই বল্ যদি ফিরে এসে ফের লাগে, আমার পেটে কিম্বা নাকে, বেয়ারিং পোস্‌টেই ফেরৎ এসে যায়, তাহলেই তো আমি গেছি! ফুটবল্ ইজ্ এ পেট্ গেম্ তা জানি, — পেটেই মার্‌বার এবং পেট দিয়ে ধরবার, তাও বটে—হাত দিয়ে মারধোর করলে—মার্‌লে কি ধরলে—ফাউল্ হয়ে যায়, তাও অজানা নয়,— কিন্তু বল্‌তে কি, এতবার, এত বার বার ওকে গর্ভে ধারণ করতে আমি অপারগ !

কোনো রিস্‌ক্ রাখা ঠিক নয়—

ওদিক থেকে লাল-সবুজ শার্ট্ গায়ে, কাদা-লাগানো সাদা হাফ্ প্যাণ্টে দুর্দ্দান্ত এক খেলোয়াড় দুর্দ্দমনীয় আর একটা বল্‌কে হুড়্‌মুড়্ করে' ঠেলে নিয়ে আস্‌ছে—

আর এদিক থেকে, আমি, স্বয়ং আমিই, ফিল্‌ডের মধ্যে সেঁধিয়ে পড়ে, বেওয়ারিশ্ সেই বল্‌টাকে সিধে করে' পায়ের কাছে পাক্‌ড়ে, বাগিয়ে নিয়ে, সুবিধেমত একটা শূট্ কসে' দিই—

দেখ্‌তে না দেখ্‌তে বল্‌টা গিয়ে গোলের মধ্যে ঢুকে পড়ে !

ব্যস্ ! আর আছো কোথায় ? প্রায় পাঁচ হপ্তা পরে পুনরায় আরেক গোল্—! ছোট্ট পিড্‌পিডেদের কুষ্টিতে কদাচই যা লিখে থাকে।

সঙ্গে সঙ্গে, কী দারুণ হৈ চৈ যে পড়ে গেল, কহতব্যই নয়! সবাই মিলে, সেই ফরোয়ার্ড-পুঙ্গবকে নিয়ে মাথায় তুলে নাচ্‌তে সুরু করে'

তেড়ে ফুঁড়ে মেরে দিই এক শূট্‌!

দিলে! যদিও সে-বেচারা তখন পর্য্যন্ত তার বল্‌টাকে পা-ছাড়া করবার সুযোগ পায়নি, কিন্তু তাহলে কি হবে, এ গোল্‌ ইজ্‌ এ গোল্‌!

তাছাড়া কী? যখন হয়ে গেছে, তখন হয়ে গেছে, — তাকে রদ্‌ করে কার সাধ্য? কার এক্‌তিয়ার?

গোল্‌ যেই দিক্‌, জয় সেই ফরোয়ার্ড-ব্লকের!

ছোট্ট পিঙ্‌পিঙেরা খেলা জিতে থ্রি চীয়ার্‌স্‌ দিতে দিতে চলে গেল। প্রাইজ্‌ নিয়ে চলে গেল তারা। লাস্‌ট্‌ না হবার যদি কোনো প্রাইজ্‌ থাকে সেই প্রাইজ্‌ নিয়েই তারা গেল। (যদিও আমার পায়ের দৌলতেই, মদীয় পদাঘাতেই, জিতে গেল বল্‌তে কি!) এবং পশ্চিম বাগ্‌নানও নেহাং বঞ্চিত হোলো না, প্রবঞ্চিত তো নয়ই! তারাও সার্‌প্রাইজ্‌ নিয়ে ফির্‌তে পার্‌ল।
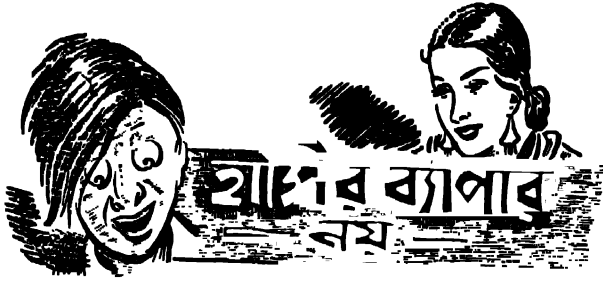
টিকিট্ কিন্‌তে কিন্‌তেই গেলাম! আজ জল্‌সা, কাল কনসার্ট, পরশু মনিপুরী নৃত্য, তারপর দিন চ্যারিটি অভিনয়; এমনি একটা না একটা চলেছে তো চলেইছে, দিনের পর দিন, হপ্তার পর হপ্তা, কামাই নেই, আর—(,)—কমাও নেই। আর এসবের টিকিট্ না কিনেই কি নিস্তার আছে?

টিকিট্ কিন্‌তে কিন্‌তেই ফতুর হয়ে গেলাম বল্‌তে গেলে!

এক-আধটু লিখে-টিখে, এখান সেখান থেকে, একান্ত চেষ্টা-চরিত্রে এক আধ টাকার টিকি দেখ্‌তে পাচ্ছি কি পাচ্ছিনে,—এবং যাও বা পাচ্ছি, টিকিটেই সাবাড় করে' দিচ্ছে, দেখ্‌তে না দেখ্‌তে।

পরের হিতকল্পেই, অবশ্যি, ও-সব। চ্যারিটির কারবার—টাকাটা ঘরে বেঁধে কেউ নিয়ে যাচ্ছে না, ধরে-বেঁধে সাধলেও না। হয় কোনো সমিতি, নয় কোনো সঙ্ঘ, অথবা কোনো মশিন্, কারো কন্যাদায় কিম্বা কোথাকার বন্যাদায়,—এই সব

ব্যাপারেই, বল্‌তে গেলে। অপরের উপকার কর্‌বার উপলক্ষ্যেই এই সব আদায়, তাছাড়া আর কী?

নিজের অপকার করে' পরের উপকার করা—এহেন উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আমার মতদ্বৈধ আছে। যে সব বন্ধুরা চ্যারিটির টিকিট্‌ বেচ্‌তে আসেন, তাঁদের কথাই আমি বল্‌ছি—।

কিন্তু আমার অভিমতকে তাঁরা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই ধরেন না। স্পষ্টই বলে বসেন: "তোমার মতের আবার মূল্য কি হে? তোমার মতামতে কিছু যায় আসে না।"

সত্যি, আমার কথার কোনো অর্থ হয় না, সেটা আমি বুঝি; কিন্তু অর্থব্যয় হয়, সেই জন্যেই একটু ইতস্ততঃ করি।

"তাতো যায় আসে না, তবে টাকাটা যায় কিনা!—"আম্‌তা আম্‌তা করে' বলি, তত্রাচ বলি।

"কিন্তু যাচ্ছে তো পরের জন্যেই?—পরের উপকারের জন্যেই? লোকে পরের জন্য প্রাণ দ্যায়, দিয়ে ফ্যালে নাকি? তুমি তো একটা টিকিট্‌ কিন্‌ছ কেবল! হয় পাঁচ টাকার, নয় দু'টাকার, নয় এক টাকার! বড় জোর না হয় একটা দশ টাকারই কিন্‌বে, এর বেশি তো নয়?"

তা বটে!

এবং ভাবনার কথাই বটে! বড় জোর একটা দশ টাকারই কিন্‌বো—তার বেশি তো আর না।

"আচ্ছা, নিজেকে পর ভাব্‌লে হয় না? ক্ষতি কি তাতে?" পকেটের মধ্যে মাণিব্যাগ্‌ আঁক্‌ড়ে আমার সর্ব্বশেষ প্রয়াস:

"সেরকম ভাব্‌লে, আমার টাকাটা—আই মীন্‌—পরের টাকাটার আর বাজে খরচ হয় না। পরের জিনিষ বর্‌বাদ্‌ হতে দেওয়া কি ভালো? তুমিই বলো?"

"নিজেকে পর ভাব্‌বে, তার মানে?" বন্ধুবর একটু বিস্মিতই হন্‌।

"মানে, নিজেকে পর ভেবে নিজের উপকারই করে' ফেল্লাম না হয়? পরকে আপনার ভাব্‌তে দোষ কি? তাইতো দস্তুর।"

বন্ধু ভারী গোলমালে পড়ে যায়—"আপনার—পর—এসব কী বক্‌চ তুমি পাগলের মত?"

পাগলের মতই বটে। জানি, সাফল্য সুদূরপরাহত, তবু পরের তরফে প্রাণপণে ওকালতি চালিয়ে যাই, নিজেকে বাঁচাতে।—

"নিজের মত পর কেউ আছে না কি হে? অপরে মারা গেলে, তবু আমরা কাঁদ্‌তে পাই, কাতর হয়ে পড়ি, শোকসভা করে' থাকি,—কিন্তু নিজের মৃত্যুশোক গায়েই লাগে না। নিজে মারা গেলে দুঃখই হয় না বল্‌তে গেলে। তবে?"

কিন্তু যাবতীয় জটিলতা কাটিয়ে উঠ্‌বার অসীম ক্ষমতা আমার বন্ধুদের। উক্ত নিদারুণ দার্শনিক সমস্যা-সমূহের ধার ঘেঁষেও তাঁরা যান্‌ না—কিম্বা ধার ঘেঁষেই তাঁরা চলে যান্‌—অবলীলাক্রমেই কেটে পড়েন্‌, বাস্তবিক্‌!

"ওসব বাজে কথা রাখো! টাকাটা বের করো দেখি, বাপু!" এক কথাতেই সমস্ত কথা সাফ্‌ করে' দ্যান্‌ তাঁরা।

অগত্যা আত্মসম্বরণ করে' মণিব্যাগের মুখ ফাঁক্‌ করতেই হয়।......

কিন্তু, বন্ধুদের বেলা তবু রক্ষে ছিল, কমপক্ষে এক টাকার

কাট্‌লেই কাটান্‌ ছিল, তাই যা বাঁচোয়া, এবং পারলে, পালাতে পারলে, পালিয়েও পার পাওয়া যেত, তাও কম কথা নয়, কিন্তু মুস্কিল হয়েছে আমাদের বিনিকে নিয়ে। বিনিও ঠিক না, বিনির কলেজের সহপাঠিনীরাই,—বিনি থেকেই যাদের সূত্রপাত, বিনি-সূতোয় যেসব বিভিন্ন ফুল গাঁথা পড়েছে—তাদের নিয়েই বেধেছে ফ্যাসাদ্‌!

তারাও আবার টিকিট্‌ গছাতে লেগে গেছে।

তাদের হাত থেকে রেহাই নেই। এমন ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে' চায়, আর ভ্যাল্‌ ভ্যাল্‌ করে হাসে—মুখের ওপরেই হেসে ছ্যায়—যে উচ্চবাচ্য না করে, মুখটি বুজেই কিন্‌তে হয়। দ্বিতীয় ভাগের অদ্বিতীয় গোপালের মতই।

পাঁচ দশ টাকার নীচে নাম্‌বার যো কী! বেশী দামেরটাই কিনে ফেলি।

বিনিকে তারা বলে: "কি কর্‌ব বল্‌ ভাই! দাদারা কোন কাজেরই না। দামী টিকিট্‌গুলো বেচ্‌তেই পারে না তারা। এগুলো নিয়ে আমাকেই তাই বেরুতে হয়েছে। এক টাকার—ছু'টাকার—তাই কাটাতেই তাদের অস্থির কাণ্ড!"

দাদাদের সম্বন্ধে তাদের খেদোক্তি খুব খাঁটি বলেই আমার মনে হয়।

"আমার দাদা কিন্তু টিকিট্‌ কিন্‌তে ওস্তাদ্‌!" বিনি বলে' ওঠে: "চ্যারিটি একটা হোলেই হোলো! প্রায় ফস্‌কায় না।"

দাদৃ-গর্ব্বে বিনির বুক ফেঁপে ওঠে। আমি কিন্তু ভারী লজ্জিত হয়ে পড়ি।

"দাদা টিকিট্ কেনে, আর আমি দেখি। আরো নতুন টিকিট্ পাস্ তো, আনিস্ আরো। বুঝ্লি ?"

"আমার দাদা টিকিট্ কিন্‌তে ওস্তাদ্!"

বুঝ্‌তে তাদের দেরি হয় না, ভয়ানক ঘাড় নেড়ে তারা চলে যায়। ঘরে বোন থাকা, মানেই, দেখ্‌চি এখন, বনে ঘর থাকা। অর্থাৎ, যথারণ্যম্ তথা গৃহম্! অতএব অরণ্যে রোদন করে' লাভ

কি? নিজের বোন কি আর ভাইয়ের দুঃখ বুঝবে? পরের বোনরাই যখন বোঝেনা!

কিন্তু ঘরে বাইরে এরকম আক্রমণ কাঁহাতক্ সওয়া যায়? ঘরোয়া বিভীষণতা থেকে, বহুৎ ভেবে চিন্তে, বাঁচবার একটা ফিকির বার করি। অবশেষে! আর কিছু না, বিনির বন্ধুদের যখন অভ্যুদয়ের সময়, সেই দুর্যোগে বাড়ীতে না থাকা। সাধারণতঃ বিকেলের দিকটায়, কিম্বা কলেজের ছুটিছাটা থাক্‌লেই ওরা আসে—টিকিট্ কিম্বা বিনা টিকিটেই এসে পড়ে—সেই ফাঁক্‌টায় আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে মরি। নেহাৎ অক্ষম হলে, চিল্‌কোঠায় গিয়ে লুকিয়ে থাকি, বিনিরও অজান্তে।

কিন্তু রাস্তায় বেরিয়েই কি নিস্তার আছে? কলকাতার পথ ঘাট, ভূগোলের গোলমালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, এমন অদ্ভুতভাবে তৈরী, যে, একবার পা বাড়িয়েচ কি যত চেনা শোনা লোকের সঙ্গে দেখা হতে সুরু হয়েচে। এবং অচেনা অল্পচেনারাও খুব কসুর কর্‌চেনা, তা বলাই বাহুল্য! যাকে তোমার খুব জরুরি দরকার এবং যাকে আদপেই কোনো প্রয়োজন নেই, তাদের দেখা পেতে হলে, কলকাতার পথে বারেক বেরুলেই হোলো! এমনকি, যখন তাদের কারু দেখা না পাওয়াটাই বেশী দরকারী তখনো। সকলের মিলনের পক্ষে সুপ্রশস্ত, চল্‌তি বৈঠকখানার সমতুল্য, কলকাতার পথের সমকক্ষ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কিছু আছে কিনা সন্দেহ!

সত্যি, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি দেখ্‌তে পাবে, যাদের এককালে চিন্‌তে এখন প্রায় ভুলে এসেচ, যারা হয়তো কবে

তোমার ক্লাস্‌ফ্রেণ্ড্‌ ছিল, তারপর বহুদিনের ছাড়াছাড়ি; যাদের সঙ্গে সুদূর বিদেশে পরিচয়, প্রবাসের বাসি আলাপ; যারা তোমার এক জেলার কিম্বা যাদের সঙ্গে এক সময়ে এক জেলেই কাটিয়েছিলে,—অথবা যাদের চেনই না, কোথায় একদা এক মিনিটের বাক্য-বিনিময়,—এমনকি, বারম্বার বাড়ী চড়াও হয়ে হাঁক্‌-ডাক্‌ দিয়েও যাদের পাত্তা পাওয়া যায় না—দেখ্‌তে পাবে, তাদের সবার সঙ্গেই একে একে দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে যাচ্ছে।

এবং—এবং প্রায় সবার হাতেই কোনো না কোনো চ্যারিটির টিকিট্‌!

অগত্যা, কি আর করি, রেগেমেগে, একটা ছাপাখানাতে গিয়েই উপস্থিত হলাম।

নিজেই শ'খানেক টিকিট্‌ ছাপাব। ছাপিয়ে নেব নিজের জন্যেই। জানা গেল, একশখানা ছাপাতেও যা খর্‌চা, তিনশখানা ছাপ্‌তেও তাই—তখন বেশী ছাপানোই সুবিধে। অতএব, পাঁচ টাকা দামের কম্‌লারঙের ছাপ্‌লাম একশ, দু-টাকিয়া লাল রঙের শ'খানেক, বাকীটা একটাকানে বাদামী।

আরো দামী আর ছাপ্‌লুম না, মেরে-কেটে পাঁচ টাকা তক্‌ হয়তো কাটাতে পারব—বেশী দামের ছেপে কী হবে? তাছাড়া, দশটাকার টিকিট্‌ মেয়েরাই কেবল বেচ্‌তে পারে। আর — আর — আমি— আমি তো আর মেয়ে নই!

তিনশো টিকিট্‌ দুখানা বইয়ে বাঁধিয়ে চমৎকার বানিয়ে বার করে' দিলে তারা। সেই ছাপাখানাওলারা।

রঙবেরঙা টিকিটগুলোর দিকে তাকাই, আর, পুলকে গুম্‌রে গুম্‌রে উঠি! পাতায় পাতায় ঝক্‌ঝকে হরফে জ্বল্ জ্বল্ কর্‌ছে:

H. R. K. R.—এর

সাহায্যকল্পে

বিখ্যাত জাতিস্মর বালক

রা ম খে ল ন

তব্‌লা বাজাইবেন এবং ধ্রুপদ্ গাহিবেন

ষ্টার থিয়েটার—আগামী শনিবার

বাস্, আর আমাকে পায় কে! রাস্তায় বন্ধু-বান্ধব দেখ্‌লেই পাকড়াও করি, যে এক কালে টিকিট্ গছিয়ে গেছে তাকেও, এবং যে কখনো সে-তুষ্কর্ম্ম করেনি তাকেও—কাউকেই বাদ দিই না।

এবং যে পুনরায় নতুন টিকিট্ গছাতে এসেছে, তার বেলাতো কথাই নেই!—

"কিন্‌ব বই কি ভাই! টিকিট্ না কিন্‌লে হয়!—" দেখ্‌বামাত্রই বল্‌তে সুরু করি: "চ্যারিটির ব্যাপার—কিন্‌তে হবে বই কি! ক'খানা দেবে বলো তো? কতো দামের দিতে চাও? তার বদলে তত দামের এচ্ আর কে আর্-এর টিকিট্‌গুলো দেবো তোমায়—এই বেচেই টাকাটা তুলে নিয়ো, কেমন?"

শোন্‌বামাত্রই বন্ধুরা পেছোতে থাকেন ঃ "এই বলে বিক্রি করে' উঠ্‌তে পারছিনে! এর ওপরে আবার?" আঁৎকে ওঠেন তাঁরা, আঁতে গিয়ে যেন ঘা লাগে তাঁদের।

"ক্ষতি কি? একই কথা তো। টিকিট্ নিয়ে টাকা দিতুম, তার বদলে এই টিকিট্‌গুলোই দিলুম না হয়। ঠিক তত দামের ততখানাই দেব—বেশি দিচ্ছি না তো। ভড়্‌কাচ্ছ কেন? খুব বেচতে পারবে এ-ক'খানা!"

"না ভাই, পেরে উঠ্‌বো না ভাই!" তারা কাঁদো-কাঁদো হয়ে পড়ে ঃ "যা কাছে রয়েছে তার ধাক্কাই সাম্‌লাতে পার্‌ছি নে!"

"কী যে বলো! তোমরা আবার পারবে না! তোমরা না পারো কী! তোমাদের আবার অসাধ্য আছে? এতো বোঝার ওপর শাকের আঁটি! নাও, কত দামের দেব বলো? দু টাকা—এক টাকা —না, পাঁচ টাকার?"

সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুদের উদ্দীপনা কম্‌তে থাকে। দেখতে না দেখতে, কে যে কোন ফাঁকে কোথা দিয়ে সরে পড়ে টেরই পাওয়া যায় না। কিন্তু আমিও সহজ পাত্র নই। আরো সব বন্ধুদের বাড়ী গিয়ে চড়াও হই। ফলাও করে' টিকিট বেচতে লেগে যাই।

কিন্তু কী আশ্চর্য্য, একাদিক্রমে বন্ধুদের সকলেই সমান বীতস্পৃহ, সম্পূর্ণ অপারগ, টিকিট্ কেনা সবার পক্ষেই সুদূরপরাহত। কারো বৌয়ের অসুখ, কারু বা ছেলেমেয়ে হেমেছে—হামাগুড়ি নয়, হামের গুড়ি দেখা দিয়েছে—কারো অন্য কোথায় ঠিক সেইদিনই নেমন্তন্ন, কেউ বা ছোট ছেলেপিলেদের থিয়েটারে নামানোর ঘোর বিরোধী, কোথাও

বা রামখেলন বলেই যত আপত্তি, নামমাত্রই আপত্তি, বাঙালী-বেহারী-সমস্যা এসে পড়ে এক নিশ্বাসে—কারো ধ্রুপদ্ গানে আসক্তি নেই, বরং ভয়ই রয়েছে দস্তুরমতো; কোনো বন্ধুর তো তবলার বোল্ শুন্‌লেই, তবলায় নয়, তার নিজের মাথাতেই কে যেন চাঁটাতে থাকে। ইত্যাদি ইত্যাদি—!

একজন তো স্পষ্টই বলে' বস্‌ল: "ওসব জন্মান্তরবাদে, ভাই, আমার বিশ্বাসই নেই। জাতিস্মর, না, বজ্জাতিস্মর!"

আরেকজন বল্লেন: "এচ্ আর কে আর্-এর উদ্দেশ্যের সঙ্গে আমার একদম্ কোনো সহানুভূতি নেই। ওদের আমি সাহায্য কর্‌তে একেবারে অক্ষম।"

"এচ্ আর কে আর্-এর উদ্দেশ্যর কিছু জানো তুমি?" আমি প্রশ্ন করি,—বেশ বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করি।

"কে আর না জানে! সবাই জানে ওদের ব্যাপার! তুমিই কি আর জানো না? তুমিই বলো না?"

তা বটে! আমার তো অজানা থাক্‌বার কথা নয়—আমিই যখন টিকিট্-হস্তে বেরিয়েছি। আমাকেই বল্‌তে হয়: "না ভাই, তোমার ভুল ধারণা। ওদের উদ্দেশ্য মহৎ। য়্যাপেণ্ডিসাইটিস্ জানোতো? কী সাংঘাতিক ব্যায়রাম! তাই সারানোর মৎলবেই এই সমিতিটা খোলা হয়েছে। বুঝেচ? একটা নতুন পদ্ধতির চিকিৎসাকেন্দ্র—"

"জানি! জানি! আর বল্‌তে হবে না। কে না জানে! কিন্তু ওসব ব্যামো আমার হোলে তো!"

এরপর আর কথা চলে না। মুখ না চালিয়ে, পা-ই চালাতে হয়। অবিক্রীত বাঁধানো-টিকিটের খাতা বগলে, অম্লানবদনে, বাড়ী ফিরে আসি।

ফলাও করে' টিকিট্ বেচ্‌তে লেগে যাই!

শেষটায় আমিও যে টিকিট-বেচার দলে ভিড়ে গেছি, ক্রমে ক্রমে, বন্ধুরা জেনে গেল সবাই। তারপর থেকে বেচারাদের আর পাত্তাই

পাওয়া যায় না। কোথায় যে তারা উধাও হোলো, কোন্ লোপাট্‌কায় গিয়ে—গুম্ হয়ে বসে রইল কে বল্‌বে? আর আমার বাড়ী বয়েও আসে না; তাদের বাড়ী গিয়েও ডেকে হেঁকে সাড়া মেলে না আর; পথে ঘাটে দৈবাৎ দেখা হয়ে গেলেও, দাঁড়ায় না একদণ্ড; হাঁ না কর্‌তেই পা বাড়িয়ে বসে আছে—হোলো কি সবার? কারো আর টিকিটিও দেখা যায় না, টিকিট্‌ও না।

এমন কি, বিনির বন্ধুরাও ক্রমশঃ বিরল হয়ে এল। আমার টেবিলের ওপর টিকিটের আধিপত্য দেখেই কিনা কে জানে!

আমিও হাঁপ্ ছেড়ে বেঁচেছি।

এক হপ্তাও কাটেনি, ছাপাখানার সৌজন্যে, এচ্ আর কে আরের কৃপায়, এবং অবিশ্ববিশ্রুত রামখেলনের রামলীলার দৌলতে, কদিনের মধ্যেই আমার জীবনে যেন মিরাক্‌ল্ ঘটে গেল!

এ-ক'দিন প্রাণান্ত চেষ্টায়ও, একখানা টিকিট্‌ও বেচ্‌তে পারি নি. আনন্দেই আছি!

এ সপ্তাহে, বোধ হয় জীবনে এই প্রথম, পকেটটাও একটু যেন ভার ভার ঠেক্‌চে—টাকাকড়ির বাড়াবাড়ি দেখা যাচ্ছে যৎকিঞ্চিৎ। অতএব শুক্রবার সারাটা দিন টো টো করে' ঘুর্‌লাম—সিনেমায় সিনেমায়—তিনটার, ছটার, নটার শো-য়ে—পকেট হাল্‌কা করতে লাগ্‌লাম উঠে-পড়ে'—

বারোটা বাজিয়ে বাড়ী ফির্‌লাম—সোজা নিজের বিছানায়!

পরের সুপ্রভাতে, শনিবার সকালে, ঘুম ভেঙে টেবিলের দিকে তাকাতেই তো আমার চক্ষু স্থির!

বাঁধানো খাতারা সেখানে নেই !

"য়্যাঁ ? ওখানে যে টিকিটগুলো ছিল, গেল কোথায় —?" তৎক্ষণাৎ হাঁক্‌ডাক্ লাগিয়ে দিইঃ "কে নিলে ? বিনি। বিনি! এই বিনি!"

চোট্‌পাট্ লাগিয়ে দিই তৎক্ষণাৎ !

কেউ টেনে টুনে ফেলে দিলে না তো ? পাড়ার ছেলেপিলেদের কেউ ? কী হাঙ্গাম্ বলতো ! ও গুলো যে ওখানেই থাক্‌বে—ঐ টেবিলেই, মৌরসী-পাট্টার মতো—মহাসমারোহে—চিরদিন ধরেই বিরাজ করবে। ওরা গেছে কি আমিও গেছি ! কী সর্ব্বনাশ !

গর্ব্বিত পদক্ষেপে বিনির প্রবেশ হয়ঃ "কী! হয়েছে কী? এত সকালে এমন চেঁচামেচি কেন ?"

"আমার টিকিট্‌গুলো দেখ্‌ছি না যে ! কে নিলে ?"

"কে আবার নেবে ? আমিই বেচে দিয়েছি।"

"বেচে দিয়েছিস্ ! তুই !" বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হয়।

"বাঃ, কাল সারাদিন ধরে তো কেবল ঐ কর্‌লাম !" বিনি বলে, চোখমুখ ঘুরিয়েই বলে : "সেল্ কর্‌লাম সবগুলো !"

"য়্যাঁ ? বলিস্ কি তুই ?" বিছানার ওপরেই বসে পড়ি।

"আজ শনিবার ওদের চ্যারিটি, অথচ দেখ্‌লাম, একখানাও তুমি বেচ্‌তে পারোনি। বুঝ্‌লাম ও তোমার কর্ম্ম না ! আমাকেই তাই বেরিয়ে পড়্‌তে হোলো। চ্যারিটির কাজ্ তো সাফার্ করতে পারে না, সবগুলো সেল্ করে' তবেই কাল বাড়ী ফিরেছি। কী আর কর্‌ব ?"

"য়্যাঁ—বলিস্ কিরে ?" আমি তাজ্জব হয়ে যাই। "সবগুলোই সেল্ করেছিস্ নাকি ?"

"ও আর শক্ত কি এমন! আমাদের মেয়েদের কাছে ও তো কিছুই না—জলের মত সহজ! যার কাছে নিয়ে যাই, সেই কিনে ফ্যালে! হাসি মুখেই কেনে! অম্লান বদনেই কেনে! দশটাকা দামের থাকলে তাও বেচে দিতুম। তাও খুঁজ্‌ছিল অনেকে!"

"কাদের কাছে বেচ্‌লি ?" আমার বিস্ময় বেড়েই চলে আরো।

"বন্ধুদের দাদাদের থেকে সুরু কর্‌লাম। বাড়ী বাড়ী সারা করে' তারপর গেলাম কলেজে। প্রফেসারদের গছালাম সব। ছেলেরাও কিন্‌ল বিস্তর। বল্‌তে কি, এমন হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়্‌ল ছোঁড়াগুলো যে কী বল্‌ব! এ রকম আদেখ্‌লা যেন টিকিট্ কোনো কালে চোখে ছ্যাখে নি! তাদের দিয়ে থুয়ে, সেখান থেকে সোজা, গেলাম কর্পোরেশনে—কাউন্সিলর, মেয়র, মেয়রেস্—কাউকে বাদ দিই নি। তারপর খবরের কাগজগুলোর আফিসে ঢুঁ মার্‌লাম, বাদবাকী সব সেখানেই খতম্! এডিটার, সাব্-এডিটার, প্রুফ্-রীডার, কম্পোজিটার, প্রেস্‌ম্যান্ পর্য্যন্ত কাড়াকাড়ি করে' কিনে ফেল্‌ল, সক্কলে! তিনশ টিকিট্ কাটাতে আর কতক্ষণ ?"

"তা বটে! কতক্ষণ আর!" দম নিয়ে বলি: "কিন্তু কিন্‌ল তারা সব্বাই ? একটুও কাঁচুমাচু না করে'? একেবারে অম্লানবদনে ? মুখ চুণ না করে'—টুঁ শব্দটি না করেই কিন্‌ল ?"

"আদর্শ লক্ষ্মীছেলের মতো। ঠিক তুমি যেমন কিনে থাকো।"

বিনীর দুর্ব্বিনীত জবাব: "কেন, কিন্‌বে না কেন? কী হয়েছে? তুমিই কেবল কিন্‌তে জানো নাকি?"

"হ্যাঁ, জানো দাদা, একজন সায়েবকেও খানকতক টিকিট্ কিনিয়েছি!"

"না না, তা বল্‌চি না, তবে কি না — বাচ্চা রামখেলনের তব্‌লা শুন্‌তে রাজি হোলো মানুষ? আপত্তি কর্‌লনা কেউ?"

"কেউ কেউ বলেছিল বটে, যে তব্‌লার বদলে নাচের জল্‌সা হলেই ভালো হোতো, কিন্তু আমি বুঝিয়ে দিলুম, রামখেলনের জন্যে তো নয়, এচ, আর, কে, আর-এর বেনিফিটের জন্যেই চ্যারিটিটা হচ্ছে কিনা! অম্‌নি তারা সম্‌ঝে গেল ঠিক।"

"ও! এচ, আর, কে, আর! তা বটে!"

"ভালো কথা এচ, আর, কে, আর-টা কী দাদা?"

"ও একটা জাপানী সীস্‌টেম্‌, পেটের ব্যারাম সারানোর। হারিকিরি! হারিকিরির নাম শুনেছিস্‌ তো? সংক্ষেপে এচ, আর, কে, আর!"

"হা-রি-কি-রি! অদ্ভুত তো! তা, তোমার ঐ ড্রয়ারের মধ্যে রয়েছে হারিকিরির সমস্ত টাকা। আটশোর কিছু কম—গোটা কয়েক ট্যাক্‌সি ভাড়ায় গেছে কি না।"

ড্রয়ার টেনে দেখ্‌লাম, মিছে নয়। রুমালে-জড়ানো নোটে টাকায়, আধুলিতে, সিকিতে এক গাদা। এতখানি বিপুল ঐশ্বর্য্য, এক জায়গায় একত্র হয়ে, এহেন অবহেলায় পড়ে থাক্‌তে দেখ্‌ব, এ জীবনে এমন দুঃস্বপ্ন ছিল না।

"হারিকিরি-ওয়ালাদের টাকাটা দিয়ে এসো গে দাদা! আজই তো শনিবার—দেরি আর কই—ক'ঘণ্টাই বা আছে? হ্যাঁ, জানো দাদা, একজন সায়েবকেও খানকতক টিকিট্‌ কিনিয়েছি। সায়েব হোলো তো কী, গছিয়ে দিলাম, ছাড়ব কেন?"

"সায়েব! সায়েব আবার পেলি কোথায়?" এবার আমি বিস্ময়ের মগ্‌ডালে গিয়ে উঠি।

"মেয়রের চেম্বারেই ছিলেন। যে সে সায়েব নয়, জাঁদ্‌রেল একজন, পুলিশ কমিশনার সায়েব!" বিনির মুখে বিজয়িনীর হাসি।

"তাহলে—তাহলে—হারিকিরি ঠিকই হয়েছে—"

পর মুহূর্ত্তেই তৃণহীন অগাধ জলে, তলিয়ে যেতে যেতে, স্খলিতকণ্ঠে আমি বলি:

"তাহলে তো আর দেরি করা চলে না, বেরিয়ে পড়তে হয় এক্ষুনি। বাস্তবিক!"

শনিবারের সকালেই যেন শনিবারের সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে—চারিদিক্ অন্ধকার দেখি। কোথায় বা রামখেলন আর কোথায় বা আমি! আর বিলম্ব নয়, এখুনিই কেটে পড়্‌তে হবে এই সহর থেকে, এর ত্রিসীমানা থেকে,—বিপ্লব বাধ্‌বার আগেই, সোরগোল না জাগ্‌তেই সট্‌কে পড়্‌তে হবে কোথাও। দিল্লী, কিম্বা ডিব্রুগড়, রাঁচী কিম্বা করাচী, গৌহাটি কি গোঁদলপাড়া, কোথাও গিয়ে ঘাপ্‌টি মেরে লুকিয়ে থাক্‌তে হবে—কদ্দিন কে জানে—অন্ততঃ, যদ্দিন না ঝড় কেটে যায়—এবং—এবং পুলিশের গ্রেপ্তারী পরোয়ানার পরোয়া না থাকে।

হারিকিরির কিরি পর্য্যন্ত না এগুতে পারি, অন্ততঃ, 'হারি' আর না কর্‌লেই নয়!

বিনির হাসির বিনিময়ে আমি ঠিক হাস্‌তে পারি না।

বেশ ছিলাম একশ-চৌত্রিশ নম্বরে—মুক্ত আরামে মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটে। জীবনে ভালবাসা না পাই, ভালো একটা বাসা পেয়েছিলাম। তাতেই সন্তুষ্ট ছিলাম—আর ছিলাম একনিষ্ঠ হয়ে'—পাক্কা এই দশ বছর।

কাছাকাছি বিবেকানন্দ স্পারে একটা ফ্ল্যাট্ খালি হয়েছে, খবরটা ক'দিন থেকেই কানে আস্‌ছিল। ভাবলাম বাসাতেই তো কাটালাম চিরদিন, এখন কিছুদিন আবাসে কাটানো যাক! কি কুক্ষণেই যে এই দুর্ম্মতি হোলো—এই দূরে যাবার মতি!—

সোজাসুজি উঠলাম এসে সেই ফ্ল্যাটে। ভাড়াও খুব বেশি না। তেত্রিশ টাকা মাত্র। একটা বেড্‌রুম্, একটা বসবার ঘর, আনুষঙ্গিক একটা বাথ্‌রুম্‌ও।

তার ওপরে, গা-তালা দরজায়, বনেদী ষ্টাইলের। হ্যাণ্ডেল্ ঘুরিয়ে

দিলেই হোলো, তালাচাবির হাঙ্গাম্ নেই। আর তালাচাবি লাগাবই বা কোথায়, দরজার গায়ে কড়াই নেই আসলে।

আমার দিক থেকেও কোনো কড়াকড়ি নেই। কীই বা নেবে আমার ঘরে, আমার আছেই বা কী, নেবেই বা কে? থাক্‌বার মধ্যে তো থাক্‌বে, কাপড় আর চোপর আর বিছানাটা বাদে, কেবল কয়েক দিস্তে কাগজ, তাও আবার হাতে লেখা। ওজন দরেও কেউ কিন্‌বে না। আর কতই বা হবে ওজন?

আরো আমার সৌভাগ্য, আগের ভাড়াটে, যিনি উঠে গেছেন সবেমাত্র, তিনি ফোনের কনেক্‌সন্ নিয়েছিলেন। টেলিফোনের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়েছিলেন, কিন্তু কেন বলা যায় না, যাবার সময়ে বেচারীকে—সেই টেলিফোন্ বেচারীকে বিনা নোটিশেই পরিত্যাগ করে' গেছেন।

যাক্, আরো ভালোই হোলো! আমার কাজে লেগে যাবে। টেলিফোনে আমার কী কাজ, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কিছু ভেবে পাইনা বটে—কিন্তু কাজ হতে কতক্ষণ? সব জিনিসই কাজে লাগে, লাগাতে জান্‌লেই হয়। ফ্ল্যাট্, সেই সঙ্গে ফোন্—এ যেন, গোদের ওপর বিষফোড়া!

তার ওপরে, বাড়িওলা এইমাত্র শাসিয়ে গেলেন যে এক্ষুনি তিনি ফ্যান্ লাগিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছেন! বিজলী বাতি তো রয়েছেই!

আমার নাচতে কেবল বাকী থাকে! কিন্তু এ সুখবরটা কাকে জানাই? আমাকে যারা ঈর্ষা করে সেই সুহৃদ্‌দের একজনও নেই

এখানে। যারা দু'চোখে আমায় দেখতে পারে না, সেই বাসাড়েদের কাউকেই বা এখন পাই কোথায়!

অগত্যা টেলিফোনটাই তুলে ধরি : "হ্যালো—হ্যালো—হ্যালো—"

"নাম্বার্ প্লীজ্?"

"নো নাম্বার্ জাস্ট্ নাউ!" আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে আমি বলি, "আই হ্যাভ্ গট্ এ ফোন্, ডু ইউ নো? য়্যাণ্ড আয়্যাম্ গোইং টু গেট্ এ ফ্যান্ টু! এ রাজযোটক, ডু ইউ আণ্ডার্‌ষ্ট্যাণ্ড্?"

"ফানি ইন্‌ডিড্!" জবাব আসে অন্য তরফ থেকে।

তারপর আমি আরো অনেক কথা বলি, কিন্তু আর কোনো জবাব আসে না তারপর। টেলিফোন্-অপারেটার্-মেয়েটি কর্ণপাত করছে না বলেই আমার সন্দেহ হয়।

যাক্ গে—। নাই কর্‌ল!

ঘরদোর ঝেড়ে মুছে সাজিয়ে গুছিয়ে নিই—নিজেই। টেবিলটার এক ধারে ফোন্, অন্য ধারে চেয়ার। ঐ টেবিলেই আমার লেখা টেখা চল্‌বে। এবং কাগজপত্র সরিয়ে রেখে, ওতেই আহারাদির কাজ সারা যাবে। বেশ বড়ই আছে টেবিলটা! এমন কি যদি দরকার হয়,—চৌকিটার প্রতি আমি সন্দিগ্ধ চক্ষে তাকাই,—ছারপোকার তাড়ায় পালিয়ে আস্‌তে হলে এই টেবিলেই এসে আত্মরক্ষা করা যাবে এখন। সময়ে-অসময়ে! হাত-পা গুটিয়ে শুতে পার্‌লে টেবিলটা শয্যার পক্ষে প্রশস্তই বই কি।

চেয়ারে আরাম করে বসেছি এমন সময় একটা ছেলে, হাফ্-প্যাণ্টে, হুড়্‌মুড়িয়ে ঢোকে। ঢুকেই রিসিভারটা হাতে নেয় : "হ্যালো—"

"আরে, থামো থামো। হচ্ছে কি ?—"আমি বাধা দিই।

"ফোন্ করছি দেখছেন না ? হ্যালো—!"

"তাতো দেখছি। কিন্তু দু' আনা পয়সা লাগবে যে।" হিসেব করে আমি বলি: "টাকায় দশটা ফোন্। তোমরা আটটা করলে তবে আমি দুটো করতে পারব। সে দুটো হচ্ছে আমার ফাউ। ফোন্ রাখার সুবিধে!"

"বাঃ, আপনার ফোন্ নাকি ? এতো বটকেষ্টবাবুর ফোন্, চলে গেছেন যিনি—"

"কিন্তু এখন থেকে আমার। আমার ফ্ল্যাটেই রয়েছে কিনা। ফোনের বিল্ আমাকেই শুধ্‌তে হবে যে! তা এসেছ যখন, একবার করে' যাও। ফাউয়ের থেকেই একটা তোমায় দিলাম—অম্‌নিই দিলাম।"

কী একটা কাপ্ ম্যাচ্, ওদের ইস্কুলের সঙ্গে অন্য কী এক ইস্কুলের, হঠাৎ কোন্ গ্রাউণ্ড বদ্‌লে পড়েছে, এই জরুরি খবরটা জেনে নিয়ে, এক কথাতেই ওর ফোন্ করা ফুরিয়ে যায়। ছেলেদের ফোন্ করা তো!

"তুমি থাকো কোথায় ? এই পাড়াতেই ?"

"উঁহু, ওপরের ফ্ল্যাটে। এর ওপরে।"

"তা থাকো ভালই করো। কিন্তু একটা কথা, এর পর যখন ফোন্ করতে আসবে, বুঝেছ, একটা দুয়ানি সঙ্গে করে আন্‌তে ভুলোনা। যে দুটো ফাউ পাওনা ছিল তার দুটোই হয়ে গেছে, একটা তুমি করলে, আরেকটা আমি করেছি—আসামাত্রই। এরপর সব নগদ। যদি আমি নিজেও ফের করি, পয়সা দিয়েই করব—বুঝেচ ?"

বোঝে কিনা জানিনে, তবে মুখখানা বোঝার মতো করে' চলে যায়। নাঃ, এই নগদ কারবারের খবরটা দিয়ে রাখতে হবে সবাইকে! আমারটা বাদ দিয়েও, এই বাড়িতেই, ওপরে নীচে, ইতস্ততঃ, আরো বিস্তর ফ্ল্যাট্ রয়েছে, নিঃসন্দেহ। তাদের বাসিন্দাদের, অন্ততঃপক্ষে, যাবতীয় হাফ্প্যান্টকে সতর্ক করে' দেওয়া প্রয়োজন। আশু প্রয়োজন।

যাক্, তারপরে আর কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। ছেলেরা মাঝে মাঝে আসে বটে, আশেপাশেই ঘোরে ফেরে, এবং লোলুপনেত্রে ফোন্টার দিকে তাকায়ও বটে, না তাকায় যে তা নয়, কিন্তু পয়সা দিয়েও তাদের কেউ ফোন্ করতে আসেনি—তারপর। এবং আমি নিজেও রিসিভার হাতে তুলিনি—একদণ্ডের জন্যেও না।

তার কারণ, প্রথমতঃ, আর ফাউ পাওনা ছিল না; দ্বিতীয়তঃ, ফোন্ করবই বা কাকে? যাদের ফোন্ করতে চাই, কারুরই তাদের ফোন্ নেই। এবং যাদের ফোন্ আছে, ডিরেক্টরী পড়ে জানা গেল, তাদের কারুকেই আমি ফোন্ করতে চাই না। চিনিনা পর্য্যন্ত তাদের।

যাক্—প্রায় মাসখানেক গড়িয়ে গেছে, কোনো গোলযোগ ঘটেনি। টেলিফোন্ হস্তগত করার প্রলোভন বোধ হয় দমন করেছে সবাই। এ বাড়িতে ফোন্ আছে ভুলেই মেরে দিয়েছে, আমি নিজেই ভুল্তে বসেছি যখন—অন্য পরে কি কথা!

সেদিন সকাল থেকেই একটা গল্প ফেঁদে বসেছি, কাগজে কলমেই অবিশ্যি, গল্পটাও তর্তর্ বেগে এগিয়ে চলেছে—এমন

সময়ে, মনে হোলো, কে যেন উঁকি মার্‌ল দরজা ফাঁক করে'। না তাকিয়েই সাড়া দিলাম—কে ?........ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর এল—আমি।

"ভালোই রেঁধেছিলুম, বেশ হয়েছিল খেতে, কিন্তু আমি ছাড়া কেউ মুখে তুল্‌তে পারল না, বাবাও না, বেড়ালটাও না!"

"আমি—কে ?"....আমিকে চোখ তুলে দেখি। ওঃ, পাশের ফ্ল্যাটের

সেই মেয়েটি, ফাস্‌কেলাস্‌—না—সেকেন্‌ কেলাসে পড়ে—আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে অল্পদিন।

"কী—কী ব্যাপার?" আমি খুব উৎসাহ বোধ করি না।

"আপনি রয়েছেন দেখ্‌ছি। আমি ভাবছিলুম আপনি ঘরে নেই!" মেয়েটি বলে।

"নাঃ, কোথায় আর যাব?" আমি বলি—"ঘরেই রয়েছি পুঞ্জীভূত হয়ে।"

"আপনি বেরিয়ে গেছেন আমি ভাবছিলুম—"

এত ভণিতা কিসের? সোজাসুজি বোঝাপড়ায় আমি আস্‌তে চাই।—"কী তোমার চাই বল তো?" জিগ্যেস্‌ করি আমি।

"ফোন্‌টা একটু করতুম—"

"ওঃ! ফোন্‌ করবে—এই! এই কথা! তা, করলেই পারো, কী হয়েছে তার? আমি থাক্‌লে কি আর করতে নেই—?"

তবু সে একটু ইতস্ততঃ করে—"না, তা নয়—"

আমি অনুযোগ করি, "না, পয়সা তোমার লাগ্‌বে না, তোমায় দিতে হবে না, ভয় নেই। আর তাছাড়া, ফোন্‌ করতে পয়সা লাগেই না বল্‌তে গেলে। টাকায় দশটা করে' কল্‌, পাইকিরি হিসেবে, আর খুচ্‌রো হোলোগে ফি-কলে দু'আনা। তাহলে প্রত্যেক টাকায় দুটো করে' কল্‌ ফাউ পাওয়া যাচ্ছে—বিনা পয়সাতেই পাওয়া যাচ্ছে। সেই দুটোর একটা তোমাকে আমি দিলাম। অম্‌নিই দিলাম।"

মেয়েটি হাসিমুখে রিসিভার্‌ হাতে করে' ওর কেলাসের কোন্‌ এক মেয়েকে ডাক দেয়। আমি আবার গল্পের ঘাড়ে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ি।

কতক্ষণের আর ঝামেলা? এক মিনিট, বড় জোর দু'মিনিট। কটা কথাই বা কইবার আছে ওর? মেয়েদের ফোন্ করা তো!

—হ্যাঁ, কি হোলো তারপর?······

—বলিস্ কি, রোব্বারের বিকেলটাই পণ্ড?······

—অমন পিক্নিক্ কি না কর্লেই নয়? ভাগ্যিস্ আমি যাইনি ভাই? তুই বলেছিলি বটে যেতে—হ্যাঁ, কি বলছিস্?······

—না, আমার তা মনে হয় না······

—কি বল্ছিস্—সুরমা-দি'? বিশ্বেস্ হয়না ভাই আমার······

এযে দেখ্ছি ঘোরালো ব্যাপার। ধারাবাহিক রোমাঞ্চকরের মাঝের একটা পরিচ্ছেদ। আগেও অনেক কিছু হয়ে গেছে এবং পরেও ক্রমশ-প্রকাশ্য রয়েছে। মাঝখান থেকে কিছু বুঝবার যো কি—তবে কৌতূহল উদ্দীপ্ত করার পক্ষে যথেষ্টই! উপন্যাসের আওতায় এসে আমার ছোট গল্প তলিয়ে যায়।

—ছ্যাখ্, কাল বিকেলেই তোকে আমি বলে' দিয়েছিলুম কিনা বল্? আমি আগেই জান্তুম······

—হ্যাঁ, কি বল্ছিস্? আর বলিস্নে, কাল সন্ধ্যেয় তিন তিনবার তোকে ডেকে পাইনি······ কোথায় যে থাকিস্······।

—আর যা রং নম্বর হয় তোকে ডাক্তে কী বল্বো,—বাদল কি ছবির বেলা অতো হয় না। আর কেবলি এন্গেজ্ড—প্রায় সব সময়েই······

হঠাৎ খিল্‌খিল্ করে' সে হেসে ওঠে। আমি কিন্তু হাস্‌বার কিছু পাই না। একতরফা কথোপকথন থেকে কতটা আর আন্দাজ করতে পারব ?

—হ্যাঁ, ভালো কথা, তোর ঐ নতুন ডিজাইন্‌টা বোনা শেষ হয়েচে ?···

—ইস্কুলে নিয়ে আসিস্ দেখব'খন······

—আচ্ছা।······

—মাসিমার কাছে নতুন একটা রান্না শিখ্‌লাম কাল। রসগোল্লার পায়েস্। প্রথমে দুধটাকে ঘন করে' নিতে হয় ক্ষীরের মত, তারপর নামাবার মুখে রসগোল্লাগুলো কেটে কেটে কুচি কুচি করে' ফেলে দিতে হয়।—বুঝেচিস্ ?........

—হ্যাঁ, কিন্তু সাবধান, হাতের কাছাকাছি যেন নুন হলুদ না থাকে, তাহলেই কিন্তু সর্ব্বনাশ !....

—ঠিক ধরেচিস্। তা, হলুদ দেওয়ায় রঙ্‌টার বেশ খোল্‌তাই হয়েছিল। ভালোই হয়েছিল সত্যি ! আর নোন্‌তা নোন্‌তা—এমন মন্দই বা কি। নতুন রকমের টেস্‌ট্ !........

—বেশ, ভালোই হয়েছিল খেতে। কিন্তু আমি ছাড়া আর কেউ মুখে তুল্‌তে পারল না। বাবাও না, বেড়াল্‌টাও না !

—ভাবলাম, সেই ভদ্রলোককে দিয়ে আসি, সেই ভদ্রলোক....হ্যাঁ....

—হ্যাঁ........

—আচ্ছা, খাওয়াবো তোকে একদিন! (নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে)—আঃ, এমন হাত ধরে যায় অনেকক্ষণ এটা ধরে থাক্‌লে....

অতঃপর মেয়েটি রিসিভারটি হস্তান্তরিত করে এবং অন্য গালকে কর্ণপাত করার অবকাশ দেয়। উপরন্তু, চেপে বসে টেবিলটার ওপর।

এম্‌নি চল্‌তে থাকে মিনিটের পর মিনিট, পাঁচ—দশ—পনের—কুড়ি—আধঘণ্টা—কথা আর ফুরোয় না। এই কি মেয়েদের ফোন্ করা? বাবাঃ, এমন বক্‌তেও পারে মেয়েরা—টেলিফোনেও! আমি হতাশ হয়ে গল্পের হাল্ ছেড়ে দিই। হাল্ অর্থাৎ আমার পার্কার্। বেহাল্ হয়ে পড়ি।

নেতিয়ে পড়ি চেয়ারে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শুন্‌তে হয়।

—হ্যাঁ, ভারি মজার লোক!........সত্যি........

—কি করে' চিন্‌লুম বলচিস্? তা, লেখক মানুষদের দেখলেই চেনা যায়! আধ মাইল্ দূর থেকেই চেনা যায়! কেমন যেন ওরা কিম্ভূত রকম........

আমি উৎকর্ণ হয়ে উঠি। আমার সম্বন্ধেই কোনো সমালোচনা নয় ত? না, খুব সম্ভব। কেন, আমি ছাড়া কি কলম-তাড়নাকারী আর কেউ নেই দুনিয়ায়?

—না, প্রায়ই থাকে না। কোথায় যায় কে জানে! তাই তো এত সুবিধে পাই........এত গল্প করার মজা........

—যখন বাড়ি থাকে? কেবল লেখে বসে' বসে'। শুয়ে শুয়েও

লেখে এক এক সময়ে। শুয়েই বেশি! কী যে লেখে, কী যে হয় এত লিখে!—

বাস্তবিক, আমারও, সেই লেখক-বেচারীর প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক হয়। কী হয় এত লিখে লিখে? বাজে কেবল!

—আর যখন লেখে না? ঘুমোয় পড়ে' পড়ে'। দিন রাত ঘুমোয়! সত্যি ভাই!....

এবার আমার টনক্ নড়ে। এ-তো আমি! স্বয়ং আমিই! আমি ছাড়া আর কে? আমি নিজে না হয়ে যায় না! এমন ঘুমোতে ওস্তাদ্ কে আর! আত্মপ্রশংসা স্বকর্ণে শুন্‌তে আমি স্বভাবতই নারাজ। ভারি লজ্জিত হয়ে পড়ি। বাথ্‌রুমে যাবার ছুতো করে' উঠে পড়্‌তে হয়।

মেয়েটি এর পরে চাপা গলায় কথা বলে, চাপা গলা যে, সেটা ওর নিজের ধারণা। আমি কিন্তু বাথ্‌রুম থেকে স্পষ্টই শুন্‌তে পাই।

—এতক্ষণ তো এইখানেই ছিল।....আমার পাশেই....লিখ্‌ছিল....

—দূর্, কিচ্ছু অসুবিধা হয়নি। কথা বল্‌লে কি লেখার অসুবিধা হয় আবার?....

—সে-দুঃখের কথা আর বলিস্‌নে। একটাও বই নেই....ওর নিজের লেখাও না....হ্যাঁ....চেয়েছিলাম একদিন....হ্যাঁ, ওর নিজের লেখা হাসির বই-ই....

—বলে যে, নিজের লেখা বই কাছে রাখিনে! রাখ্‌লে, পাছে ভুলে

পড়ে ফেলি কোন্ সময়ে! আর বলে যে নিজের লেখা পড়লে আমার কান্না পায়!....

কেঁচো খুঁড়্তে খুঁড়্তে সাপ বেরিয়ে পড়্ল!—

—আরো মজা আছে। আমি ওকে একটা য়্যাড্ভেঞ্চারের বই দিলাম একদিন, ভালো য়্যাড্ভেঞ্চারের বই। তাই পড়েই হেসে আকুল! অথচ হাস্বার কিচ্ছু নেই তাতে!....অদ্ভুত না?....

আবার সেই খিল্‌খিলানো হাসি। বাথ্‌রুমে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠি।

—কি করে' প্রথম ভাব হোলো? কী করে' আবার! একদিন একটা চকোলেট্‌ দিয়েছিলাম....এই, হঠাৎ দিয়ে ফেল্লাম আর কি....এম্‌নিই....

—হ্যাঁ, খেল বই কি! তক্ষুনি। খাবে না আবার? অমন যে চিড়িয়াখানার হাতী, সে-ই খেয়েছিল আমার হাত থেকে চকোলেট্‌.... আর এতো....

হাতীর সঙ্গে আত্ম-মর্য্যাদায় খাটো হয়ে মর্ম্মাহত হই। হাতী সামান্য নয়, জানি, না হয় অসামান্যই হোলো, কিন্তু তবু তার সঙ্গে লেখকদের তুলনা করায় মনে ভারি আঘাত পাই! মেয়েদের কী যে মোটা রুচি!

—অটোগ্রাফ্‌? অটোগ্রাফের কথা আর বলিস্‌ নে....সত্যি.... অটোগ্রাফ্‌ কাকে বলে একেবারে জানে না ভদ্রলোক! ভারি আশ্চর্য্যি, ভাই!....

—হ্যাঁ, চেয়েছিলাম বই কি, তা বল্লে, আমার তো ক্যামেরা নেই—! আমি বল্‌লুম, ক্যামেরা কি হবে, এতো ফটোগ্রাফ্‌ নয়— অটোগ্রাফ্‌। তা সে বললে, হ্যাঁ, জানি, আটটা ফটোগ্রাফে একটা অটোগ্রাফ্‌ হয়! টাকায় আট্‌টা করে' নাকি বিকোয় বাজারে? সে আবার কি ভাই, জানিস্‌ তুই?....কি বল্‌লি, অক্টোগ্রাফের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছে?....দূর্‌....!

এবার আমার অসহ্য হয়ে পড়ে। আট্টা ফটোগ্রাফে যে একটা অটোগ্রাফ্—সব্বাই জানে এ কথা, জেনারেল্ নলেজ আছে যাদের যৎকিঞ্চিৎ, তারাও।

—আচ্ছা আসি ভাই ? কেমন ? ....মা ডাক্‌ছেন....আসি তাহলে। ....হ্যাঁ....যাবখন···যাব একদিন....আসি ভাই....তোদের বাড়ী চায়ের নেমন্তন্নে....ওকে নিয়ে.... ? যাবে কি ?....যেতে চাইবে কি ? আচ্ছা, বলে' দেখবখন....আসি ভাই....আবার সন্ধ্যেয় হবে এখন। আসি ভাই, কি ?....আজও আস্‌বিনে ইস্কুলে ? আচ্ছা, সন্ধ্যেয় শুন্‌ব সব। বাথ্‌রুম্ থেকে বেরুল বলে' ভদ্রলোক !....আচ্ছা আচ্ছা....হ্যাঁ....আসি ভাই....

রিসিভার যথাস্থানে রেখে দিয়ে চলে যায় মেয়েটি, আমার অভ্যুদয়ের আগেই। আরো তাজ্জব লাগে আমার। আমরা পুরুষরা, আচ্ছা আসি—এই নির্দ্দয় বাক্য, প্রয়োজনস্থলে, একবার মাত্র উচ্চারণ করাই যথোচিত বিবেচনা করি, কিন্তু মেয়েদের, অন্ততঃ আশি বার আসি ভাই বলে' বিদায় না নিলে যথেষ্টরূপে বিদায় নেওয়াই হয় না !—বাস্তবিক্, ভারী বিস্ময়কর এই মেয়েরা !

বাথ্‌রুম্ থেকে বেরুতেই সেই হাফ-প্যাণ্ট পরা ছেলেটি, একটা ডাকের চিঠি রেখে যায়। আমার লেটার্ বাক্সে চিঠি পড়া-মাত্র, আমার কাছে পৌঁছে দিয়ে আমাকে আপ্যায়িত করা, ও বোধ হয় জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যের মধ্যে গণ্য করেছে।

আর কিছু না, টেলিফোনের বিল্ !

অবহেলাভরে আস্তে আস্তে খুলি—

য়্যা, একি ? কেঁচো খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে হঠাৎ সাপ দেখলে লোকে যেমন চম্‌কে ওঠে—

য়্যা, তাইত ? ভালো করে' চোখ কচ্‌লে নিই, একি, এ যে আমার নামে—আমার নামেই টেলিফোনের বিল্—তিনশো তেত্রিশ টাকার !

কল্ তো করা হয়েছে মোটে তিনটে ; প্রথম দিনে, গোটা দুই—সে দুটো তো ফাউয়ের মধ্যেই—আর আজ এই একটা, একটু আগে—তবে কি—তবে কি ?—

সোজাসুজি বিছানায় গিয়ে সটান্ শুয়ে পড়ি। বটকৃষ্টবাবুর বিনা নোটিশে এমন সুচারু ফ্ল্যাট্ ছেড়ে, চমৎকার সব প্রতিবেশীদের পরিত্যাগ করে', এমনকি, টেলিফোন্ পর্য্যন্ত ফেলে রেখেই, পলায়নের রহস্য ক্রমশঃ আমাব কাছে পরিষ্কার হয়।

প্রথমে আমি থাতিয়ে উঠি, পরমুহূর্ত্তেই থিতিয়ে পড়ি। তার-পরে শুধু তাথিয়ে উঠার বাকি থাকে কেবল! তাথৈ তাথৈ করে' রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেই হয়! আস্তানা ছেড়ে রাস্তায়!

ফ্ল্যাটে থাকা মানেই—অচিরে আমার হৃদয়ঙ্গম হতে থাকে—ফ্ল্যাটে থাকা মানেই, আর কিছু না—ফ্ল্যাট্ হয়ে থাকা !........

ইতি